রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৭

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯—৬৮
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০১—১৬৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৫—১৩৪
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৮.১৪.৬৩৩—যেহেতু, জনাব মোঃ আফাজ উদ্দিন (১৬২০১), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), বোয়ালিয়া, রাজশাহী, বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালাই, জয়পুরহাট-এর বিরুদ্ধে থানা ভূমি অফিস বোয়ালিয়া, রাজশাহী এর ২৯/২০১৩-১৪ নং মিস কেস নথি বদলি হয়ে যাবার সময় সাথে নিয়ে যাওয়া, ২৬/২০০১-০২ নং মিস কেসের রায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিকৃত করে ১৪৫৬/IX-১/১৩-১৪ নং খারিজ কেসমূলে তাঁর শাশুড়ির নামে নামজারি করা, খারিজ কেস নং-১২০৩/২০১৩-১৪ মূলে ০.৫৫১৩ একর জমি ৩৯ বছর ধরে বেওয়ারিশ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সরকারের নিকট অর্পণ না করে অগ্রহণযোগ্য ওয়ারিশ সনদের মাধ্যমে জনৈক জাহান্দার বখত দিংগের অনুকূলে খারিজ আদেশ প্রদান এবং ঊর্ধ্বতন আদালত অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রাজশাহী-এর মামলা নং-২০/২০০২-২০০৩ এবং অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী এর আদালতের আপিল মামলা নং-১১৭/২০০৪ এর আদেশ অমান্য করে রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার আওতাধীন বড়বনগ্রাম মৌজার আর.এস. খতিয়ান নং-১২১৬, এস.এ. খতিয়ান নং-১৯২ অনুযায়ী মোট ৩.৬৫ একর সম্পত্তি জনৈক বদরুজ্জামান, পিতা-মৃত আনিছ উদ্দিন মন্ডল, মহল্লা-কাজীহাটা, থানা-রাজপাড়া, জেলা-রাজশাহী এর নামে নামজারি না করে জনৈক আব্দুর রশিদের নামে নামজারি করাসহ মোট ০৬(ছয়)টি অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১২-১১-২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৮.১৪.৩৯৩ নং স্মারকযোগে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২১-১২-২০১৪ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২১-০১-২০১৫ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি শেষে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব সোলতান আহমদ (৪৫০৭), যুগ্মসচিব (তদন্ত-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৯-০৯-২০১৬ তারিখ তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগসমূহের মধ্যে ০৪(চার)টি অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রদত্ত জবাব, প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র এবং সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত থানা ভূমি অফিস বোয়ালিয়া, রাজশাহী এর ২৯/২০১৩-১৪ নং মিস কেস নথি বদলি হয়ে যাবার সময় সাথে নিয়ে যাওয়া, ২৬/২০০১-০২ নং মিস কেসের রায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিকৃত করে ১৪৫৬/IX-১/১৩-১৪ নং খারিজ কেসমূলে তাঁর শাশুড়ির নামে নামজারি করা, খারিজ কেস নং-১২০৩/২০১৩-১৪ মূলে ০.৫৫১৩ একর জমি ৩৯ বছর ধরে বেওয়ারিশ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সরকারের নিকট অর্পণ না করে অগ্রহণযোগ্য ওয়ারিশ সনদের মাধ্যমে জনৈক জাহান্দার বখত দিংগের অনুকূলে খারিজ আদেশ প্রদান এবং ঊর্ধ্বতন আদালত অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রাজশাহী-এর মামলা নং-২০/২০০২-২০০৩ এবং অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী এর আদালতের আপিল মামলা নং-১১৭/২০০৪ এর আদেশ অমান্য করে রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার আওতাধীন বড়বনগ্রাম মৌজার আর.এস. খতিয়ান নং-১২১৬, এস.এ. খতিয়ান নং-১৯২ অনুযায়ী মোট ৩.৬৫ একর সম্পত্তি জনৈক বদরুজ্জামান, পিতা-মৃত আনিছ উদ্দিন মন্ডল, মহল্লা-কাজীহাটা, থানা-রাজপাড়া, জেলা-রাজশাহী এর নামে নামজারি না করে জনৈক আব্দুর রশিদের নামে নামজারি করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ জনাব মোঃ আফাজ উদ্দিন (১৬২০১) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা, জনাব মোঃ আফাজ উদ্দিন (১৬২০১)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর প্রমাণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হল। পরবর্তীতে বিতর্কিত নামজারি খতিয়ানসমূহ বাতিল হওয়ায়, চাকরিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্বল্প অভিজ্ঞতা, প্রমাণিত অপরাধের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক তাঁকে আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী "০৩(তিন) বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জিভূত হারে টাইম স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে অবনমিতকরণ (Reduction to the lowest stage in the time-scale for 03(Three) years Cumulatively)" এর লঘুদণ্ড প্রদান করা হল। তিনি বর্তমানে যে গ্রেডে বেতন উত্তোলন করছেন উক্ত বেতন গ্রেডের সর্বনিম্ন ধাপে আগামী ০৩(তিন) বছরের জন্য তাঁর বেতন নির্ধারণ করা হোক। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি এ সময়কালের কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না এবং পদাবনতি বলবৎ থাকার সময়কাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির জন্য গ্রহণযোগ্য হবেন না। দণ্ডের মেয়াদ শেষে তিনি বর্তমানে যে ধাপে বেতন উত্তোলন করছেন উক্ত ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ নভেম্বর ২০১৬

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৫.১৫-৭২২—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১০(১)(জ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব মোঃ আহসান উল্ল্যাহ, সাবেক নির্বাহী পরিচালক এর পরিবর্তে জনাব মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ০৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৩/১৭ নভেম্বর ২০১৬

নং তম/চলচ্চিত্র/সেবো-১১/২০১১/৭১৭—জনাব মোঃ মামুনুর ইসলাম, প্রযোজক, মেসার্স আম্মাজান ফিল্ম সমবায় নিকেতন, ৩৯, বি, বি এভিনিউ (৩য় তলা), ঢাকা কর্তৃক নির্মিত 'প্রেমিক ছেলে' নামক চলচ্চিত্রটি The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment, 2006) এর 4B(1)ধারা লংঘন করে আপিল আবেদন দাখিল করায় তা নাকচ করা হলো।

২। আপিল আবেদন নাকচ হওয়ার কারণে উক্ত চলচ্চিত্রটি একটি সনদপত্রহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো।

৩। এ চলচ্চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হলে চলচ্চিত্রটি বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি. এন. নজমুল হোসেন খান
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

আদেশ

তারিখ, ২৭ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

নং ১(৬০)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/৫৯৬—যেহেতু, জনাব মোঃ আখতার আহমদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেটে কর্মরত থাকা অবস্থায় কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা প্রণয়ন করে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী ২৫-০৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ১১(২০) শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৭/১৯২ নং স্মারকমূলে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে আগ্রহী কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগনামার কোন জবাব দাখিল না করায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) অনুযায়ী অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের ১১(২০)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৭/৪১১ নং স্মারকে জনাব আরিফুর রহমান খান, যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তপূর্বক ১৩-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৭-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের ১১(২০)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৭/৫১৯ নং স্মারকমূলে তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আখতার আহমদ ১৬-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তার প্রদত্ত জবাবের উপর ০৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ও তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি মোতাবেক আনীত 'ডিজারশন (Desertion)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে গুরুদণ্ড হিসাবে 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৪-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ১(৬০)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/৪১৮ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন উক্ত বিভাগীয় মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে তাদের ৩০-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০৪.০৩৪.০০.০০.০০২-২০১৬/১৬২ নং স্মারকমূলে জনাব মোঃ আখতার আহমদ এর বিরুদ্ধে আনীত 'ডিজারশন (Desertion)' এর অভিযোগ গুরুতর বিবেচনায় তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুসারে চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছে;

সেহেতু, এক্ষণে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আখতার আহমদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service) দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ নজিবুর রহমান
চেয়ারম্যান।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অফিস আদেশ

তারিখ, ২১ নভেম্বর ২০১৬

নং পম/লিএ/বিওশৃ/বিমা-০৯/২০১৫/২০১৬/৭৩৫—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বাংলাদূত, সিউল-এ কনস্যুলার শাখায় কর্মকালীন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে মিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করাসহ সেবাগ্রহীতার নিকট আর্থিক সুবিধাদি চাওয়ার মাধ্যমে দুর্নীতির চেষ্টা করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ধারা ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র মন্ত্রণালয়ের গত ২২-০২-২০১৬ তারিখের স্মারক নং-পম/লিএ/বিওশৃ/বিমা-০৯/২০১৫/৬৩৪ মূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীসহ তাকে কৈফিয়ত তলব (প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি) করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানোর যে জবাব দাখিল করেন তা কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করায় একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অধিকতর পর্যালোচনা করার জন্য মতামত প্রদান করায়; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য একজন কর্মকর্তাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অসদাচরণ এর অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায়;

এক্ষণে, সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩, (বি) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি-৪, উপবিধি-২(বি) মোতাবেক আগামী ০৩(তিন) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিতসহ উপবিধি ২(এ) মোতাবেক তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা হ'ল।

মোঃ শহীদুল হক
পররাষ্ট্র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৯ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.২০১৬-৫১৫—ডিএমপি, ঢাকার বিমানবন্দর থানার মামলা নং-৪৭, তারিখঃ ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক বিমানবন্দর থানাধীন এয়ার পোর্ট গোলচত্বর রাস্তার পূর্ব পাশে ট্রাফিক পুলিশ বক্সের সামনে পাকা রাস্তার উপর আসামী মোঃ ইদ্রিস শেখ (৪৯) পিতা-মৃতঃ কাউছার শেখ, সাং-বড়গুনি পূর্বপাড়া হাইস্কুলের সামনে, থানা-চিতলমারী, জেলা-বাগেরহাট এর নিকট হতে বিভিন্ন ব্যক্তির বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিজ হেফাজতে রেখে ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ৩(১)(চ) ধারায় অপরাধ করেছে বিধায় ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ধারা ৩ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষে সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম কে হাসান মাহমুদ
সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.২০১৬-৫২৯—ডিএমপি, ঢাকার মতিঝিল থানার মামলা নং-২২, তারিখঃ ২২-০৭-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক জি-নেট টাওয়ার, আল সাফা ইন্টারন্যাশনাল ৬ষ্ঠ তলার রুম নং ৫ডি অফিস কক্ষ, ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা, সংলগ্ন এলাকায় আসামী মোঃ সাইফুল ইসলাম (২৫), পিতা মোঃ আবুল কালাম, গ্রাম-বড়ভবানী, থানা-কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর, এবং অন্যান্য আসামীগণের নিকট হতে বিভিন্ন ব্যক্তির বাংলাদেশী পাসপোর্ট রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থি কোন উদ্দেশ্য অবৈধভাবে নিজ দখলে রেখে পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(চ) ধারায় অপরাধ করেছে বিধায় ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের ধারা ৩ উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষে সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম কে হাসান মাহমুদ
সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৩ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.১৬-৫৫৭—চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড থানার মামলা নম্বর-১৮, তারিখঃ ১১-০৭-১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৮/৯/১০/১১/১২/১৩ গত ১০-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড থানাধীন বারবকুণ্ড অনন্তপুর সাকিনের পলাতক আসামী মোজাহের উদ্দীন রাজীব @ আবদুল্লা @ আমিন এর মুরগীর ফার্মের ভিতর আসামী মুসয়ার ইবনে উমায়ের সাবেক পিকলু দাশ (২৫) পিতা-অরুন কান্তি দাশসহ ও অন্যান্য আসামীগণ আনসার উল্লাহ বাংলা টিমের সক্রীয় কর্মী। আসামীগণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন মিল কারখানা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর জঙ্গি হামলার পরিকল্পনাসহ সন্ত্রাসী ও ধ্বংসাত্তক কার্যক্রম করার চেষ্টা এবং সহায়তা, করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৩-৫৫৮—ডিএমপি ঢাকা যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নম্বর ৪৪, তারিখঃ ১৭-০৬-১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৮/৯/১০/১১ গত ১৭-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ যাত্রাবাড়ী থানাধীন উত্তর দনিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় রোড বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ এর সামনে পাকা রাস্তার উপর আসামী মোঃ আঃ রহমান (২২), পিতা-মোঃ শরীফ আহাম্মেদ ও অন্যান্য আসামীগণ নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য সমর্থন হিসাবে জননিরাপত্তা বিঘ্ন আতংক সৃষ্টি করা ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ষড়যন্ত্র করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ২৫ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/৯ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৩-৫৫৯—ডিএমপি, ঢাকা উত্তরা পশ্চিম মডেল থানার মামলা নম্বর-২৯, তারিখঃ ২৩-০৩-১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৮/৯/১০ গত ২৩-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ডিএমপি ঢাকা উত্তরা পশ্চিম মডেল থানাধীন সুইচ গেইটসংলগ্ন, প্রস্তাবিত বৃটিশ ইউনির্ভারসিটি মাটি ভরাট ফাঁকা মাঠে আসামী মোঃ মাকসুদুর রহমান (২৪), পিতা- মোজাম্মেল হোসেনসহ ও অন্যান্য আসামীগণ নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীরের কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ষড়যন্ত্রমূলক লিফলেট বিতরণ, খিলাফত কায়েম করার জন্য জনমত তৈরীর অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৩-৫৬০—ডিএমপি, ঢাকা ভাটারা মডেল থানার মামলা নম্বর-১৫, তারিখঃ ১৯-০৪-১৩ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৮/৯/১৩ গত ১৯-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ডিএমপি ঢাকা ভাটারা মডেল থানাধীন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার, ব্লক ডি, রোড-৪ এর পূর্ব মাথায়, ইসলামী রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ এর বড় মসজিদের গেইটের সামনে পাকা রাস্তার উপর আসামী মোঃ আব্দুল আল মামুন (২৮) পিতা-আব্দুল হক সহ ও অন্যান্য আসামীগণ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরির সদস্য হয়ে এবং অন্যকে উক্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনে যোগদানের আহ্বান করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৩-৫৬১—ডিএমপি, ঢাকা দারুস সালাম মডেল থানার মামলা নম্বর-৪২, তারিখঃ ২১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৮/৯/১০/১২ গত ২১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ডিএমপি ঢাকা দারুস সালাম মডেল থানাধীন কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ও ওভারব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বে ও ডাচ বাংলা ব্যাংকের বুথের সামনে আসামী আব্দুর রাজ্জাক উমায়ের (২২) পিতা-নাজিম উদ্দিন বাবু একজন জে এম বি জঙ্গি সংঘটনের সদস্য আসামীগণ একত্রিত ও সংগঠিত হয়ে বড় ধরণের নাশকতামূলক কার্যকলাপের ষড়যন্ত্র করা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ করার জন্য পরস্পর যোগসাজশে অপরাধ সংগঠনের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য একত্রিত হওয়ার অপরাধ

প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ২৯ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৩ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৩-৫৬২—ডিএমপি, ঢাকা শাহআলী মডেল থানার মামলা নম্বর-০১, তারিখঃ ০১-০৬-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩) এর ১০ ধারা গত ০৯-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ডিএমপি ঢাকা শাহ আলী মডেল থানাধীন মিরপুর-১, সি ব্লকস্থ, বাসা নং ০৩, রোড নং-১০, আসামী মোঃ আবু জাফর (২৩), পিতা-মোঃ আছহাক আলীসহ ও অন্যান্য আসামীগণ জঙ্গি সদস্য বিভিন্ন উগ্রবাদী ধর্মীয় পুস্তক, পুস্তিকা প্রণয়ন, বিতরণ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৬-৫৬৫—ডিএমপি, ঢাকা খিলগাঁও মডেল থানার মামলা নম্বর-১৭, তারিখঃ ১২-০৫-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৯/১২/১৩ গত ১২-৫-১৬ খ্রিঃ তারিখ খিলগাঁও মডেল থানাধীন খিলগাঁও রেলক্রসিং এর দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর আবুল মোমেনের চা দোকানের সামনে আসামী মোঃ আঃ বাতেন @ খাইরুল ইসলামসহ ও অন্যান্য আসামীগণ নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনকে সহায়তা ও সমর্থন করিয়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৬-৫৬৬—ডিএমপি, ঢাকা রামপুরা মডেল থানার মামলা নম্বর-০৭, তারিখঃ ০৩-০৫-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৭/৮/৯/১৩ গত ০৩-০৫-১৬ খ্রিঃ তারিখ ১১:৩০ ঘটিকার সময় ডিএমপি, ঢাকা রামপুরা মডেল থানাধীন বনশ্রী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এর সামনে আসামী মোঃ রানা মিয়া পাইলট (২৯) পিতা মোঃ হারুন আলমসহ ও অন্যান্য আসামীগণ জঙ্গী সংগঠনের সক্রীয় সদস্য এবং অর্থ সংগ্রহ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম সংগঠিত ও প্ররোচিত করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৬-৫৬৭—৫৭(১)/৫৭(২) ২০০৬ সালের তথ্য প্রযুক্তি আইন (সংশোধনী ২০১৩) তৎসহ ডিএমপি ঢাকা রমনা মডেল থানার মামলা নম্বর-১৮, তারিখঃ ১৪-০৫-২০১৬ খ্রিঃ ধারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২)(আ) গত ১৪-০৫১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ আসামী মোঃ মনির আসলাম (২৯) পিতা-মৃত জালাল মল্লিক, দক্ষিণ ভোলানাথপুর, থানা-বেতাগী, জেলা-বরগুনাসহ ও অন্যান্য আসামীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে ফেসবুক টাইম লাইনে ইসলাম ধর্মের নামে ধর্মীয় উগ্রপন্থী মন্তব্য প্রচার করে তার সমর্থন আদায়ের জন্য আহ্বান করা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ জাতীয় নেতাদের ব্যাঙ্গাত্মক ছবির ক্যাপশনে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য লিখে প্রচার করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৬-৫৬৮—ডিএমপি, যাত্রাবাড়ী মডেল থানার মামলা নম্বর-৩৩, তারিখঃ ১২-০৬-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২)(অ)/৬(২)(আ) (ই) (ঈ) (উ)/৮/৯ গত ১২-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ডিএমপি যাত্রাবাড়ী মডেল থানাধীন মীর হাজির ধোলাইপাড় নতুন রাস্তা (খালপাড়), মায়ের দোয়া ডেন্টিং ওয়ার্কশপ এর সামনে পাকা রাস্তা উপর আসামী মুফতী শুয়াইব বিশ্বাস @ সাদ উদ্দিন বিশ্বাসসহ ও অন্যান্য আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে এবং পরস্পরের সহায়তায় বাংলাদেশে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার অংশ হিসেবে বে-আইনীভাবে ধারালো অস্ত্র, চাপাতি বিস্ফোরক দ্রব্য এবং জিহাদী উদ্ধুদ্ধকরণ বই দখলে রাখিয়া জননিরাপত্তা বিঘ্ন, জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম কে হাসান মাহমুদ
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২২ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৯০৯-বিচার-৩/১ডি-০৬/২০১৪—যেহেতু ঢাকার অর্থ ঋণ আদালত নং-১ এর সাবেক বিচারক (যুগ্ম-জেলা ও দায়রাজজ) বর্তমানে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ রবিউজ্জামান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০৬/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ রবিউজ্জামান এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৬/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সরকার তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ কামনা করলে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট সরকারের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ঢাকার অর্থঋণ আদালত নং-১ এর সাবেক বিচারক (যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ) বর্তমানে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ রবিউজ্জামান-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৬/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২২ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০২৭.১৬.৭৮৩—যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ঢাকা জজশীপের সাবেক সহকারী জজ বর্তমানে টাঙ্গাইল চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-আল মাসুম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৯/২০১৬ নং রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-মাসুম-কে প্রদত্ত কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে গৃহীত বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমার পরবর্তী কার্যক্রম চালানোর মত কোনোরূপ ভিত্তি পাওয়া যায় নাই;

সেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ঢাকা জজশীপের সাবেক সহকারী জজ বর্তমানে টাঙ্গাইল চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-মাসুম-কে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৯/২০১৬ এর আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ১৫ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-৩৩/২০১৬-৬৭৬—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মুরাদ হোসেন, পিতা-মরহুম আবুল হাশেম মুন্সি-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে সকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৭ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০১.২০১৬-২৮৬—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রঃ নং	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা	মন্তব্য
১	চাষাঢ়াপাড়া	২৮৭	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৭৮৮০/০৯ নং রীট দায়ের থাকায় ৪৬০ নং খতিয়ান ব্যতীত।
২	দক্ষিণ রছুলপুর	১৫১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ২৫২৪/০৯ নং রীট দায়ের থাকায় ৪৪ নং খতিয়ান ব্যতীত।
৩	উত্তর ডলিপাড়া	১৫২	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	--
৪	মুরাদপুর	১৫৫	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৯১৮৩/০৫ নং রীট দায়ের থাকায় ০৩ নং খতিয়ান ব্যতীত।
৫	কালিয়াজুড়ী	৯১	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৩৫৪৪/১১ নং রীট দায়ের থাকায় ৪৭৬,১০৬৭ নং খতিয়ান এবং ৬৬৯৪/১১ নং রীট দায়ের থাকায় ৮৮৭,১০৬০ নং খতিয়ান ব্যতীত।
৬	আশ্রাফপুর	১৪৮	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৪৫১৪/১৪ নং রীট দায়ের থাকায় ৮০ নং খতিয়ান ব্যতীত।
৭	সুজাগঞ্জ	১৫৯	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৫৫৪৫/১০ নং রীট দায়ের থাকায় ২১৭ নং খতিয়ান ব্যতীত।
৮	রসুলপুর	৭২	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৮০০৮/১০ নং রীট দায়ের থাকায় ৩০৬, ৩৪৯ নং খতিয়ান ব্যতীত।
৯	ভাটপাড়া	৩১০	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৩৩৫৯/১৪ নং রীট দায়ের থাকায় ১/১, ৩, ১৬৪ নং খতিয়ান ব্যতীত।
১০	শ্রীপুর	২৬	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ২৬৭৮/১০ নং রীট দায়ের থাকায় ৩৮, ৯০, নং খতিয়ান ব্যতীত।

তারিখ, ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০০০.১৪১.২০১০-২৮৯—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রঃ নং	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
১	মিলকুড়া	১২৩	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
২	ফতেপুর	১৭	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৩	সারোটিয়া	৫১	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৪	বাগজান	৭৫	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৫	ওয়ার্শি	১২৬	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৬	শরিষা দাইর	১৪৬	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৭	উত্তর রোয়াইল	১৪৯	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৮	চান্দুলিয়া	১৬২	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৯	তেলিপাড়া	১৯২	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
১০	ইন্দুটি কোনবাড়ী	১৯০	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
১১	তেজপুর	২৬৭	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
১২	নাগা	৭০	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
১৩	কোদালিয়া	১৫৯	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
১৪	অলিপুর	১৯	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৫	সংরাম শিমুল	১৪৪	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৬	কোনাবাড়ী	১৫৬	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৭	বেরী বাইদ	১৭৫	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৮	টেকী	১৮১	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১৯	বেল চুঙ্গি	১৮৬	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২০	কদিম হাতিল	২১৮	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২১	টেরকি	২২২	মধুপুর	টাঙ্গাইল
২২	শিমলাবাড়ী	২৪	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২৩	সৈয়দপুর	২৫	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২৪	বিষ্ণপুর	৪৩	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২৫	লক্ষিপুর	৫৩	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২৬	মজিদপুর	৭৪	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২৭	বানিপাড়া	৯৫	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২৮	সমসপুর	১১০	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
২৯	রাম জীবনপুর	১০৪	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
৩০	বেরীপটল	১৩	গোপালপুর	টাঙ্গাইল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

নং ১৮.০১৯.০০৬.০০.০০৪.২০১৬-৬৬৮—Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (MSO) এর ২৩৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে মেরিটাইম এ্যাডভাইজারী কমিটি গঠন করা হ'ল :

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২. শিপিং মাস্টার, সরকারি শিপিং অফিস, চট্টগ্রাম।

৩. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি।

৪. বাংলাদেশ ওশান গোয়িং শিপ ওনার্স এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি।

৫. কোস্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর একজন প্রতিনিধি।

৬. বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি।

৭. বাংলাদেশ সীফ্যায়ারার্স ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধি।

৮. বাংলাদেশ সীম্যান্স এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি।

৯. শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

১০. পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) কমিটি Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (MSO) এর ২৩৭ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

(২) সভাপতিসহ ৪ (চার) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে;

(৩) সভাপতির নির্দেশক্রমে কমিটি নিয়মিতভাবে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর কমিটির সভা আহ্বান করবেন।

২। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদক্রমে জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস এম শাহ্ হাবিবুর রহমান হাকিম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৩/২৯ নভেম্বর ২০১৬

নং ২৩.০০.০০০০.০৭০.১৯.০০৬.১৫/৪৯৫—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার সহকারী ব্যবস্থাপক, পার্সোনেল অফিসার/স্টোর অফিসার, সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী কেমিস্ট এবং উপসহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত সকল কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা নিম্নোক্তভাবে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো :

সহকারী ব্যবস্থাপক/কেমিস্ট :

জ্যেষ্ঠতার ক্রমিক নম্বর	ব্যক্তিগত নম্বর ও নাম	বর্তমান পদবী
১।	কে এম নাছির উদ্দিন (১০৫১)	সহকারী ব্যবস্থাপক
২।	মোঃ মকবুল হোসেন (১০৫৩)	সহকারী ব্যবস্থাপক
৩।	এস এম লুৎফর রহমান (১০৫৫)	সহকারী ব্যবস্থাপক
৪।	মোঃ মিজানুর রহমান (১০৫৬)	সহকারী ব্যবস্থাপক
৫।	মোঃ আবুল কালাম আজাদ (১০৫৮)	সহকারী ব্যবস্থাপক

পার্সোনেল অফিসার/স্টোর অফিসার, সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী কেমিস্ট :

জ্যেষ্ঠতার ক্রমিক নম্বর	ব্যক্তিগত নম্বর ও নাম	বর্তমান পদবী
১।	বেলাল হুসাইন (১০৯৬)	পার্সোনেল অফিসার
২।	মোঃ নুরুল ইসলাম (১০৫৪)	সহকারী প্রকৌশলী
৩।	মোঃ আব্দুল হান্নান শরীফ (১০৫৭)	সহকারী প্রকৌশলী
৪।	এ কে এম মকছুদুল আমিন (১০৫৯)	সহকারী প্রকৌশলী
৫।	মোঃ শফিকূল ইসলাম (১০৬৩)	সহকারী প্রকৌশলী
৬।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন (১০৬৪)	সহকারী প্রকৌশলী
৭।	মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৫১৬)	সহকারী কেমিস্ট
৮।	কায়ছার আহমেদ (১০৬৫)	সহকারী প্রকৌশলী
৯।	মুহাম্মদ শাহজাহান আলী (১০৬৬)	সহকারী প্রকৌশলী
১০।	সৈয়দ এনামুল হক (১০৬৮)	সহকারী প্রকৌশলী
১১।	মোসাঃ সেলিনা আখতার (১১২৭)	স্টোর অফিসার
১২।	মোঃ আব্বাস আলী (২০২৭)	সহকারী কেমিস্ট
১৩।	মোঃ বকুল হোসেন প্রাং (২০২৮)	সহকারী প্রকৌশলী
১৪।	মাসুদ আহমেদ (২০২৯)	সহকারী প্রকৌশলী
১৫।	মোঃ মাহমুদুর রহমান (২০৩০)	সহকারী প্রকৌশলী

উপসহকারী প্রকৌশলী :

জ্যেষ্ঠতার ক্রমিক নম্বর	ব্যক্তিগত নম্বর ও নাম	বর্তমান পদবী
১।	মোঃ রমজান আলী (১০৬৭)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২।	মোঃ বজলুর রহমান (১০৬৯)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩।	মোঃ খালেদ মজুমদার (১৪৪০)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (১৪৪২)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৫।	মোঃ মজিবুর রহমান (১৪৪৩)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৬।	মোঃ আনিসুর রহমান (১৪৪৪)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৭।	মোঃ আঃ আইয়ুম খান (১৪৪৫)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৮।	মোঃ অলিউর রহমান (১৪৪৬)	জুনিয়র টেকনিশিয়ান পুনঃনিয়োগ উপসহকারী প্রকৌশলী
৯।	মোঃ আবুল হোসেন (১৪৪৭)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১০।	মোঃ আব্দুর রব (১৪৫৩)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১১।	এ টি এম মোশাররফ হোসেন (১৪৪৮)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১২।	মোঃ শহিদুল আলম (১৪৫০)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১৩।	মোঃ শরিফুল ইসলাম (১৪৫১)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১৪।	মোঃ মনছুর আলী (১৪৫৭)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১৫।	মোহাম্মদ রাজিউদ্দীন ফরাজী (১৪৫৫)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১৬।	মোঃ সামসুল আলম (১৪৫২)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১৭।	মোঃ নজরুল ইসলাম (১৪৫৪)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১৮।	মোহাম্মদ নুরুল হক (১৪৫৮)	উপসহকারী প্রকৌশলী
১৯।	মোঃ বজলুল করিম আকন্দ (১৪৪৯)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২০।	দেওয়ান হুমায়ুন মোস্তফা হুসেইন (১৪৫৬)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২১।	এ, এস, এম আলমগীর হোসেন (১৪৬৩)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২২।	খান গোলাম হোসেন (১৪৬১)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২৩।	মোঃ মানসুরুর রহমান (১৪৬২)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২৪।	হাসান মোস্তফা কামাল (১৪৬৫)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২৫।	মোঃ আবু মনসুর (১৪৬০)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২৬।	এ কে এম মোক্তার হোসেন (১৪৬৬)	প্লানার পুনঃ নিয়োগ উপসহকারী প্রকৌশলী
২৭।	মিজানুর রহমান খন্দকার (১৪৬৭)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২৮।	মোঃ তাজরুল ইসলাম (১৪৬৮)	উপসহকারী প্রকৌশলী
২৯।	মোঃ আব্দুল হামিদ (১৪৬৯)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩০।	মোঃ রেজাউল করিম (১৪৭০)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩১।	মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক (১৪৭১)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩২।	মোঃ আমিনূল ইসলাম (১৪৭২)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩৩।	আলী হায়দার দিহিদার (১৪৭৩)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩৪।	মোহাম্মদ আব্দুল জলিল (১৭০৪)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩৫।	মোঃ বরকতুল্লাহ (১৭০৫)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩৬।	মোঃ আমিনুল ইসলাম (১৭০৬)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩৭।	মুহাম্মদ নাছিম রেজা (১৭০৭)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩৮।	জেসমীন আক্তার (১৭০৮)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৩৯।	এ, এম, মঞ্জুর মুর্শেদ সুজন (১৭১০)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪০।	মোঃ সামিনুল ইসলাম (১৭১২)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪১।	মোহাম্মদ নাঈমুর আহাদ (১৭১৩)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪২।	মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (১৭১৪)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪৩।	মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম (১৭১৫)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪৪।	মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম (১৭১৭)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪৫।	সুমন মোঃ সুজাউদ্দৌলা (১৭৫৭)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪৬।	মোঃ শামীমুর রহমান (১৭৫৮)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪৭।	মুহাম্মদ সৈয়দ আলী ভূইয়া (১৭৫৯)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪৮।	গোলাম আজম (১৭৬০)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৪৯।	মোঃ জালাল উদ্দিন (১৭৬২)	উপসহকারী প্রকৌশলী

জ্যেষ্ঠতার ক্রমিক নম্বর	ব্যক্তিগত নম্বর ও নাম	বর্তমান পদবী
৫০।	মোঃ ওমর ফারুক (১৭৬৩)	জুনিয়র টেকনিশিয়ান পুনঃনিয়োগ উপসহকারী প্রকৌশলী
৫১।	মোঃ শরিফুল ইসলাম (১৭৬৪)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৫২।	মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন (১৭৬৫)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৫৩।	মুহাম্মদ নাজমুল হুদা (১৭৬৬)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৫৪।	আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৭৬৭)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৫৫।	মোঃ রাকিবুল হাসান (১৮৪০)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৫৬।	নার্গিস আক্তার (১৮৪১)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৫৭।	মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম (১৮৪২)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৫৮।	নূরুল বারী প্রধান (১৮৪৩)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৫৯।	মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন বায়েজীদ (১৮৪৪)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৬০।	আছাদুল ইসলাম (১৮৪৫)	উপসহকারী প্রকৌশলী
৬১।	মোঃ নাদিম হোসেন (২০৩১)	উপসহকারী প্রকৌশলী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফিকুল আহম্মদ
যুগ্মসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২২ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০৩.১৬-৫৭৯—রংপুর জেলার পীরগাছা থানার মামলা নং-২৩, তারিখ ১৯-০৫-২০১৬ এর বর্ণনা মোতাবেক গত ১৯-০৫-২০১৬ তারিখ পীরগাছা থানাধীন ২নং স্ব-চাষ চওড়াপাড়া গ্রামস্থ পাকারাস্তার সংলগ্ন আধাপাকা চৌচালা টিনের কালী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আসামী সুমন তাহার হাতে থাকা সাবল দিয়া মন্দিরে রক্ষিত দেবদেবীর ০৫ টি মূর্তি ভাংচুর করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া মুখে অশ্লীল ভাষায় হিন্দুধর্মকে কটূক্তি করিয়া গালিগালাজ করিতে থাকে যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এবং রাষ্ট্রের পরিপন্থি হওয়ার অভিযোগে পেনাল কোড ১৮৬০ এর ২৯৫-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদদ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০৩.১৬-৫৮০—চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার সাধারণ ডায়েরী নং ৭৪২, তারিখ, ১৯ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক ১৭ জুলাই, ২০১৬ অভিযুক্তগণ বাঁশখালী উপজেলায় মাধ্যমিক স্কুলসমূহে অনুষ্ঠিত অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা/১৬ এর নবম শ্রেণির "বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" (সৃজনশীল) প্রণয়নকৃত প্রশ্নপত্রে গন্ডামারা কয়রা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিরোধী বিএনপি নেতা ও সাবেক চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তুলনা করে নিম্নোক্ত উদ্দীপক প্রশ্নপত্র "কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গন্ডামারা গ্রাম আজ লন্ডভন্ড অবস্থা। যেদিকে তাকাই শুধু ধ্বংসযজ্ঞ। চেয়ারম্যান জনাব "L" এই অবস্থা দেখে খুবই মর্মাহত হন। তিনি এই অবস্থা দেখে তার গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন। অল্পসময়ের মধ্যে গ্রামবাসী ঘুরে দাড়াতে চেষ্টা করে এবং সফলকাম হয়। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যে জনাব "L" এর জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। "ক" কবে এবং কে বাংলার গণপরিষদ নামক একটি আদেশ জারি করেন ? (খ) মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর? (গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব "L" এর সাথে বাংলাদেশের কোন নেতার মিল রয়েছে ? যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে নেতার গৃহীত পদক্ষেপগুলো পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। (ঘ) যুদ্ধবিধবস্ত যে কোনো দেশের উন্নয়নে এ রকম নেতার প্রয়োজন। উক্তিটির আলোকে উক্ত নেতার অবদান মূল্যায়ন কর।" অভিযুক্তদের এহেন কার্যকলাপ পেনাল কোড ১৮৩০ এর ১২৪-ক ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহে অপরাধ বিধায় পেনাল কোড ১৮৬০ এর ১২৪-ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৬-৫৮২—ডিএমপি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মডেল থানার মামলা নম্বর-১৩, তারিখ ৩০-০৫-২০১৫ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২) (ক) (আ) ৭/৮/৯/১১/১৪ গত ৩০-০৫-২০১৫ খ্রিঃ, তারিখ ডিএমপি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মডেল থানাধীন বনানী ডি ও এইচ এস, রোড নং-০২, বাসা নং-২১১ এর নিচ তলায় আসামী আব্দুল্লাহ আল গালিব (২৫) ও অন্যান্য আসামীগণ আই এস আই এস এর আদলে "জুনুদ আল তাওহীদ ওয়াল খিলাফত" প্রতিষ্ঠার জন্য আসামীগণ বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে গোপনে অর্থ ও কর্মী সংগ্রহ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার প্রচেষ্টার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৬-৫৮৩—ডিএমপি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মডেল থানার মামলা নম্বর-০৪, তারিখ ০৭-০৬-২০১৫ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২) (ক) (আ) ৭/৮/৯/১১/১৪ গত ০৭-০৬-২০১৫ খ্রিঃ, তারিখ ডিএমপি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মডেল থানাধীন বনানী ডি ও এইচ এস, রোড নং-০৫, বাসা নং-৭০/১ ৫ম তলা, ফ্ল্যাট নং ৪/এস এর ভিতর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার অর্থায়ন, নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য ও সমর্থন এবং অপরাধ সংগঠনের প্রচেষ্টা, প্ররোচনা ও আশ্রয় কার্যের অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৬-৫৮৪—ডিএমপি ঢাকা'র কোতয়ালী থানার মামলা নং-১১, তারিখ ২২-০৭-২০১৬, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ধারা ৬(২) (ঈ) গত ২১-০৭-২০১৬ খ্রিঃ, তারিখ ডিএমপি ঢাকা'র কোতোয়ালী থানার ৫৬/৫৭ ইসলামপুর রোড, বাবু বাজার জামে মসজিদের সামনে রাস্তায় একত্রিত হয়ে কারাবন্দি হুজি নেতাদের নাশকতার মাধ্যমে কারা মুক্ত করার জন্য জনমনে ভীতি ও প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনায় সহায়তার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম কে হাসান মাহমুদ
সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
মাঠ প্রশাসন ২ অধিশাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ০৪ মাঘ ১৪২৩/১৭ জানুয়ারি ২০১৭

নং **০৫.০০.০০০০.১৪১.২৭.০২০.১৬-২৯**—বি সি এস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য এবং বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব রাজিব কুমার রায় (পরিচিতি নং ১৬১৩৮) অদ্য ১৭-০১-২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ০৬:৩০ ঘটিকায় কিডনিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

২। প্রয়াত রাজিব কুমার রায় ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ তারিখে লালমনিরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৩ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। ০১-০৬-২০১৪ তারিখে তিনি সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামপাল, বাগেরহাট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। প্রয়াত রাজিব কুমার রায় দক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্রসহ বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রয়াত রাজিব কুমার রায় এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।